ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিস
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ম সমাবর্তন উপলক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি, জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সমাবর্তন বক্তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য, অধ্যাপক ড. আ.আ.ম.স. আরিফিন সিদ্দিকী, সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ, সুপ্রিয় স্নাতকগণ, অভিভাবকবৃন্দ - আস্‌সালামুআলাইকুম! আপনারা সকলে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা নিন। আপনাদের উপস্থিতি আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানটিকে খুবই প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং এই সমাবর্তনের বক্তা মহোদয়ের প্রতি- যাদের উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানের জন্য বড়ই মর্যাদার আর আমাদের সকলের জন্য অতীব আনন্দের। আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতি স্নাতকদের জন্য সবিশেষ অনুপ্রেরণা।

আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে চাই আজকের এই আনন্দঘন সমাবর্তন অনুষ্ঠান মূলতঃ যাদের ঘিরে, সেই গ্রাজুয়েটদের। আজ থেকে চার বছর আগে তারা যখন তরুণ শিক্ষার্থী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রাণে ছিল কিছু প্রশ্ন, কিছু অনিশ্চয়তা এবং সম্ভবতঃ আজকের দিনটির স্বপ্ন। এই সময়ের পরিক্রমায় তারা পাড়ি দিয়েছে এক দুস্তর ও বন্ধুর পথ, বহুবিধ বিষয় তাদের পড়তে হয়েছে, অনেক ছোট ও বড় পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের পথ চলায় একজন শিক্ষার্থী অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী জানার ও শেখার সুযোগ পায়। স্নাতক হতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে মাঝরাতের প্রদীপ জ্বেলে নিরন্তর সাধনা করতে হয়, প্রতিটি বিষয়ে তাকে তিনটি প্রধান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, এ ছাড়া রয়েছে শ্রেণীকক্ষের অগুণিত পরীক্ষা, এ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি। কঠিন অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়েই সে ডিগ্রী অর্জন করে। আজকের এই সমাবর্তনে ১,০৭৩ জন গ্রাজুয়েট সনদলাভ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৫,৮০৩ জন ছাত্র সনদলাভ করেছে।

দুটি বিষয়ের প্রতি আমি স্নাতকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। একটি হল শিক্ষা, অন্যটি হল দেশপ্রেম। আপনারা সৌভাগ্যবান যে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ আপনার পেয়েছেন, যে কঠিন পথ পরিক্রমার কথা আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি তার মধ্য দিয়ে আপনাদের প্রত্যেককে যেতে হয়েছে। শিক্ষা অর্জন বৃথা হবে যদি তা দেশের কোন কাজে না লাগে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নকামী, এখনও বহুলাংশে অনগ্রসর দেশ, এ দেশকে গড়ে তোলার, বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এ দায়িত্ব থেকে আমাদের পিছিয়ে এলে চলবে না। আপনারা যারা আজ স্ব স্ব

জীবনের পথ পাড়ি দিতে প্রস্তুত হয়েছেন তারা এ কথাটি মনে রাখবেন। যার অন্তরে দেশপ্রেমের বহ্নি জ্বলে, তার অসাধ্য কিছুই নেই। আজকের দিনটি বিজয়ের মাসে এবং ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের রাজনীতির কবিতা তথা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আগের দিন।

আজ থেকে ১৫ বছর আগে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করেছিল। পনের জন শিক্ষানুরাগী, দেশপ্রেমিক মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন একটি মহৎ বাসনা নিয়ে। সে বাসনা হল এদেশের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য সহনীয় খরচে বিশ্বমানের একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও সময় উপযোগী এবং দেশে বিদেশে ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। ৬ জন শিক্ষক ও ২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আমাদের যাত্রার শুরুটা ছিল অত্যন্ত বিনম্র। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের, যারা তাদের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে; আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অভিভাবকদের যারা তাদের সন্তানদের পাঠিয়ে আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন। শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিবেদিতপ্রাণ সেবা দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

সমবেত সুধী,
আজকের এই মহতী সমাবর্তনে আমি আনন্দ ও গর্বের সাথে বলতে চাই, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিতর সর্বোচ্চ ছাত্র-বৃত্তি দিয়ে থাকে। গত একাডেমিক বছরে আমরা মোট ৯২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রায় তিন কোটি টাকা মেধা, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও আর্থিক প্রয়োজনভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করেছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় রামপুরার আফতাবনগরে প্রায় ৮ বিঘা জমির উপর ৩ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকার একটি অত্যাধুনিক ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে। এই নির্মাণকাজ এখন সমাপ্তির দিকে এবং আমরা আশা করি, বর্তমান বছরের সেপ্টেম্বর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনোমুগ্ধকর নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তর শুরু হবে।

নবীন সনদপ্রাপ্ত স্নাতকগণ,
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাদের যে ১০৭৩ জন সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন এই সনদপ্রাপ্তির একটি মর্মার্থ হতে পারে বৃহত্তর জ্ঞানের রাজ্যে আপনাদের প্রবেশাধিকার। তবে এর আরও সমসাময়িক অর্থ হচ্ছে বিশ্বায়ন ও অসম প্রতিযোগিতার অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের টিকে থাকা এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবার সংগ্রামে অর্থবহ অবদান রাখা। আমাদের আশা, একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, সমৃদ্ধশালী, শান্তিপূর্ণ ও ডিজিটাল সোনার বাংলাদেশ গড়ার শপথে আপনারা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ১৯২১ সনে জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের যে জয়গান গেয়েছিলেন তা থেকে অফুরন্ত প্রেরণা গ্রহণ করবেন।

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নতুন সৃজন - বেদন!
আসছে নবীন-জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!"

আপনাদের যাত্রাপথ বন্ধুর হলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ্। জয়তু ইস্ট ওয়েস্ট স্নাতকবৃন্দ।
আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

10th Convocation